পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি

৮৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা- ৭০০ ০০৭

ফোন নম্বর : ২২৪১-২০৬০, ২২১৯-৮৯৩০, ওয়েবসাইট : www.wbcuta.org,

E-mail : wbcuta@yahoo.in

সার্কুলার- ০৬/২০১৭ **তারিখ : ১০- ০২ -২০১৭**

কনভেনর প্রাইমারী ইউনিট,ওয়েবকুটা/ জেলা সম্পাদক

----------কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়

প্রিয় সাথী,

সম্প্রতি বিধানসভায় রাজ্য সরকার পশ্চিমবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ (প্রশাসন ও নিয়ন্ত্রণ) সংক্রান্ত একটি বিল বিনা বাধায় পাশ করেছে যা নিয়ে রাজ্য জুড়ে শিক্ষামহলে শুধু নয়, শিক্ষা স্বার্থের সঙ্গে যুক্ত সবস্তরের মানুষের মধ্যে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। সরকারের পক্ষে থাকা কিছু শিক্ষক বন্ধু এই বিলের সদর্থক কার্যকারিতা নিয়ে ইতিমধ্যে অতি সক্রিয় হয়ে উঠেছেন, শুধু তাই নয়, সাংবাদিক সম্মেলন করে এই বিলের বিরোধিতা করছেন যাঁরা তাদের রীতিমত হুমকি দিতে শুরু করেছেন। কেউ কেউ এমনও বলছেন যে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে স্বাধিকারের নামে স্বেচ্ছাচার চলছে তাই সরকারের নিয়ন্ত্রণে সবটা আনা ও দেখভাল করা জরুরী। বলা হয়েছে যে প্রয়োজনে সরকার চাইলে যেকোনো কলেজে পরিচালন সমিতি ভেঙ্গে দিতে পারবে। এই বিলের ১৮নং ধারায় বলা হয়েছে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে রাজ্য সরকার ইচ্ছে খুশি মত যে কোনো বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে পারবে। শিক্ষার স্বাধিকার সরকারের পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে তাই যত বেশী পারা যায় সরকারী নিয়ন্ত্রণের অধীন কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলি পরিচালনা সুনিশ্চিত করতে হবে। কলেজ পরিচালন সমিতি বা বিশ্ববিদ্যালয়গুলি কোর্ট/কাউন্সিল বা সিনেট/সিন্ডিকেটগুলির ক্ষমতা ছাঁটাই করে যাবতীয় ক্ষমতা সরকারের হাতে কেন্দ্রীভূত করার লক্ষ্যে এই বিল। সাম্প্রতিক কালে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ছাত্র সংসদের নির্বাচন ঘিরে যেভাবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে একটা অংশের ছাত্র-ছাত্রীদের গণতান্ত্রিক অধিকার গায়ের জোরে কেড়ে নেওয়া হয়েছে তা নিন্দনীয় এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর অনেক ক্ষেত্রে নির্বাক ভূমিকা ক্যাম্পাসগুলিতে দুষ্কৃতিদের মদত জুগিয়েছে। এমতাবস্থায় আলোচ্য বিলের ছত্রে ছত্রে যেভাবে সরকারের হস্তক্ষেপ ও লাগামহীন নিয়ন্ত্রণের কথা বলা হয়েছে তা যে আসলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শাসক দলেরই অধিকতর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করার কৌশল যেটুকু বুঝতে আমাদের অসুবিধা হয় না।

কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় স্বাধিকার থাকা উচিত কি উচিত নয়, এনিয়ে শিক্ষাবিদ্গণ নানা সময় তাদের মতামত দিয়েছেন। স্বাধীনতা উত্তর কালে আমাদের দেশের প্রথম শিক্ষা কমিশন যা গঠিত হয়েছিল সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের নেতৃত্বে, সেই রিপোর্ট দেখলে বোঝা যায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বাধিকার রক্ষার প্রশ্নে তাঁরা ঠিক কি মাত্রায় গুরুত্ব দিয়েছেন। বস্তুত উচ্চশিক্ষায় গুণমান উন্নয়নের প্রধান পূর্বশর্তই হল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধিকার রক্ষা। স্বাধিকার থাকলে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্বাধীন ভাবে ছাত্র ভর্তি, আধুনিক ও সময়োপযোগী পাঠ্যসূচী নির্মাণ, সুষ্ঠু ও বিজ্ঞানভিত্তিক মূল্যায়ন ব্যবস্থা চালু, যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ সহ শিক্ষা প্রশাসন পরিচালনায় পুরানো ব্যবস্থা বদলে নতুন প্রথা প্রয়োগের সুযোগ পায়। বিশ্বের সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি এভাবেই তাদের সামগ্রিক উৎকর্ষ বৃদ্ধি করেছে। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী এই বিল আনবার আগে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দখলের যে নোংরা রাজনীতি চলছে তা বন্ধ করে শিক্ষা স্বার্থের সঙ্গে যুক্ত সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের সাথে আলোচনা ও মত বিনিময় করার প্রয়োজন বোধ করেন নি।

এই বিলের ধারা ৫(১)-এ বলা হয়েছে কলেজ পরিচালন সমিতির সভাপতি হবেন শিক্ষা স্বার্থের সঙ্গে যুক্ত শিক্ষাবিদ নয় কোনো ব্যক্তি যাকে রাজ্য সরকার মনোনীত করবে। ৫(৪) ধারায় বলা হয়েছে কলেজের অধ্যক্ষ পরিচালন সমিতির সভা ডাকবেন সভাপতির নামে। এর আগে গত অধিবেশনে যখন এই বিল এসেছিল তাতে

পরিস্কার করে বলা ছিল চারজন শিক্ষক প্রতিনিধি ও দুজন শিক্ষাকর্মী প্রতিনিধি পরিচালন সমিতিতে থাকবেন। বর্তমান বিলে সেই সংখ্যা উভয় ক্ষেত্রে একজন করে কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। রাজ্য উচ্চশিক্ষা সংসদের একজন প্রতিনিধি কলেজ পরিচালন সমিতিতে যুক্ত হবেন বলা হয়েছে। সমিতি মনে করে কলেজ প্রশাসনগুলিতে শাসকদলের মনোনীত ব্যক্তিদের সংখ্যা বাড়ানোর জন্য এই কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে। এমনকি পরিচালন সমিতির মেয়াদ যা নির্ধারিত হত সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়গুলির বিধি অনুসারে সেখানেও সরকার হস্তক্ষেপ করেছে। আগামীদিনে সরকার শুধু এগুলির মেয়াদ ঠিক করবেন তাই নয় চাইলে যেকোনো কলেজে পরিচালন সমিতিকে ভেঙ্গে দিতে পারবে। এরপর বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনিক সংস্থাগুলির আদৌ কোনো ভূমিকা থাকবে কিনা তা নিয়ে আমাদের সংশয় সৃষ্টি হয়েছে। এই বিলে বলা হয়েছে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের আগামীদিনে স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির বাৎসরিক হলফ নামা সরকারের কাছে জমা দিতে হবে। আমরা তো এই পেশায় যারা যুক্ত তাদের প্রতিবছর সরকারী নিয়ম অনুযায়ী ট্যাক্স জমা দিতে হয় ও সেই সাথে রিটার্ণ দাখিল করতে হয়।সরকার তো চাইলে সেই তথ্য থেকে প্রয়োজনীয় অনুসন্ধান করতে পারে। তর্কের খাতিরে যদি ধরে নিই অল্প কিছু শিক্ষকের আয়ের সঙ্গে সঙ্গতি বিহীন সম্পদ তৈরী হয়েছে তাহলে তাদের কে ধরার জন্য সমগ্র শিক্ষকসমাজকে কেন এধরণের অমর্যাদাকর পরিস্থিতির মুখে পড়তে হবে? আমরা তো দলবেধে কোনো নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে যাচ্ছি না। তাহলে কেন নির্বাচন কমিশনের বিধি আমাদের ক্ষেত্রে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে? আমাদের সার্ভিস সিকিউরিটি এ্যাক্ট থাকা সত্ত্বেও এই বিলে নানা অজুহাতে নতুন করে শাস্তির বিধান দেওয়া হয়েছে। (ধারা১৭(২)। সরকার এই বিলের মাধ্যমে মিউচিয়াল ট্র্যান্সফার বা স্বেচ্ছামূলক ট্র্যান্সফারের কথা বলেছে। সাধু উদ্যোগ, সন্দেহ নেই, বিশেষ করে সেই সমস্ত শিক্ষকদের জন্য (মূলত অধ্যাপিকাগণ) যারা দীর্ঘদিন বাড়ির থেকে দূরে আছেন। কিন্তু এর পাশাপাশি সরকার ১১(২) ধারায় এও বলেছে যে চাইলে জনসেবার স্বার্থে যেকোনো শিক্ষক, গ্রন্থাগারিক বা শিক্ষাকর্মীকে এক কলেজ থেকে অন্য কলেজে ট্র্যান্সফার করতে পারবে। আমরা তো সরকারী কর্মচারী নই। আমাদের নিয়োগ কর্তা হল সংশ্লিষ্ট কলেজের পরিচালন সমিতি। সেই পরিচালন সমিতিকে এড়িয়ে কিভাবে সরকার আমাদের অন্যত্র ট্রান্সফার করতে পারে? এই প্রস্তাব কি এক অর্থে সরকারের আস্থাভাজন নন এমন শিক্ষক, শিক্ষাকর্মীদের কাছে হুমকির বার্তা নিয়ে যাচ্ছে না? বিলের ১৫(৫) ধারায় বলা হয়েছে রাজ্য সরকার প্রয়োজনে আদেশ জারি করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির নির্ধারিত ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। তার মানে আগামীদিনে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকগণ গবেষণা ও উন্নয়ন খাতে যে সমস্ত প্রোজেক্ট পরিচালন করেন এবং যা আখেরে বিশ্ববিদ্যালয়ের সামগ্রিক পঠনপাঠন ও গবেষণার মানের উৎকর্ষ বৃদ্ধি করে, সেখানেও রাজ্য সরকার হস্তক্ষেপ করছে। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের পুনর্নিয়োগের প্রশ্নে ইতিমধ্যে রাজ্য সরকারের খামখেয়ালিপনার কারণে যথেষ্ট অমর্যাদাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। পঠনপাঠন গবেষণা ইত্যাদি বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে। এরপরে আরও কত অসম্মানের মুখে পড়তে হবে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের?

অধ্যাপক সমিতি মনে করে সরকারের এই উদ্যোগ শুধু শিক্ষক বা শিক্ষাকর্মীদের বিপদ ডেকে আনবে না, রাজ্যের উচ্চশিক্ষাকে বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দেবে। শাসকদলের দখলদারি প্রাতিষ্ঠানিক বা আইনী স্বীকৃতি পেলে শিক্ষাঙ্গন কলুষমুক্ত রাখা রীতিমত দুরূহ কাজ হয়ে দাঁড়াবে। **রাজ্যের শিক্ষাকে বাঁচাতে, শিক্ষাঙ্গনকে কলুষমুক্ত রাখতে ও শিক্ষা প্রশাসনে গণতান্ত্রিক পরিচালনা চালু রাখতে, শিক্ষক ছাত্রের সম্পর্ক উন্নতি ঘটাতে এবং সর্বোপরি বৃহত্তর ছাত্র সমাজের ভবিষ্যৎ সুরক্ষায় শিক্ষায় স্বাধিকার রক্ষা করতে আমাদের দাবি - এই সর্বনাশা শিক্ষক শিক্ষাকর্মী বিরোধী আইন বাতিল করতে হবে। এই দাবিতে আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ বুধবার কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলির শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী ও আধিকারিকদের মিলিত উদ্যোগে বিধানসভা অভিযানে আপনিও সামিল হন। মিছিল শুরু হবে দুপুর ২টায় কলেজ স্কোয়ার থেকে।**

অভিনন্দন সহ

শ্রুতিনাথ প্রহরাজ

(শ্রুতিনাথ প্রহরাজ)
সাধারণ সম্পাদক
মোবাইল নং ৯৪৩৩৮২০৬১০